তারিখ ... 6 JUL 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ...

দুর্নীতি দলীয়করণ ও আঞ্চলিকীকরণই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান সমস্যা

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা

নাগরিক সংহতির সেমিনারে দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভেঙে চিহ্নিত সমস্যা দূরীকরণের পরামর্শ দিয়েছেন

দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা বলেছেন, শিক্ষক থেকে কর্মচারী পর্যন্ত সর্বস্তরে নিয়োগে দুর্নীতি, দলীয়করণ ও আঞ্চলিকীকরণই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান সমস্যা। পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হলেও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামো ঠিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো গড়ে উঠেনি। ডিন থাকার কথা থাকলেও কোনো ডিন নেই। নেই পর্যাপ্ত শিক্ষক। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আচরণও ঠিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো নয়, বরং অনেক বেশি মিল পাওয়া যায় বোর্ডের সঙ্গে।

রোববার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের (টিএসসি) মুনির চৌধুরী মিলনায়তনে আয়োজিত এক সেমিনারে বক্তারা এসব কথা বলেন। 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যমান সমস্যা ও তা নিরসনে করণীয়' শীর্ষক এ সেমিনারের আয়োজন করে নাগরিক সংহতি। নাগরিক সংহতির সভাপতি ড. এ এস এম আতিকুর রহমানের সভাপতিত্বে সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক মনিরুজ্জামান।

ড. সৈয়দ রাশিদুল হাসান বলেন, এতোসব সমস্যার পরও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভেঙে দেয়া যুক্তিযুক্ত কাজ নয়। এটা ভেঙে দিলে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা আরো বাড়বে। তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন, নতুন করে অন্তত ১০০ জন অধ্যাপক নিয়োগ করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদান সমস্যা অনেকাংশেই কেটে যাবে। পাশাপাশি ডিন ও প্রশাসনিক পদগুলোতে নিয়োগ দিতে হবে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. এম মোফাখখারুল ইসলাম বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নামই সঠিক নয়। এর নাম হওয়া উচিত ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাক্টে এর ভিসিকে ইউজিসি চেয়ারম্যানের মর্যাদা দেয়া হলেও বাস্তবে তা মানা হয় না। শিক্ষা মন্ত্রণালয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বোর্ডের মতো আচরণ করে। কোনো নিয়ম না মেনে আঞ্চলিকতা ও দলীয় বিবেচনায় শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ দেয়া হয়। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় না ভেঙে এ সমস্যাগুলো দূর করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেন।

অধ্যাপক মনিরুজ্জামান তার বক্তব্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে না ভেঙে এর উন্নয়নে বেশকিছু সুপারিশ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যাগুলোকে স্বল্প মেয়াদ ও দীর্ঘ মেয়াদে সমাধান করতে হবে। প্রাথমিকভাবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই-তিনটি আঞ্চলিক অফিস স্থাপন করে কাজ শুরু করে দেয়া জরুরি। এছাড়া পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কলেজের প্রিন্সিপাল ও ভাইস প্রিন্সিপালের সরাসরি নিয়োগ দেয়ার সুপারিশ করা হয়। গভর্নিং বডির হস্তক্ষেপ দূর করতে হবে। প্রফেশনাল কলেজগুলোকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পৃথক করে দিতে হবে। তিন বছর মেয়াদি ডিগ্রি কোর্সকে দুই বছর মেয়াদি কোর্স করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর চাপ কমাতে হবে।

সেমিনারে আরো বক্তব্য রাখেন ড. এম আমিনুস ইসলাম, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. আবদুল মোমিন চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. খন্দকার রঞ্জুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ড. মো. আখতারুজ্জামান।